সংবাদ

তারিখ ... ২৭/৪/১৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৬ ...

লালমনিরহাট ও সাতক্ষীরায় ———

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় আটক ৩৯

জেলা বার্তা পরিবেশক, লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে উত্তর দেয়ার অভিযোগে একটি হোটেল থেকে ২৪ জনসহ মোট ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৮ জন পরীক্ষার্থী এবং ৫ জন মহিলা পরীক্ষার্থী রয়েছে। এদের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গ্রেফতার করা হয়। নকল এসএমএসের মাধ্যমে উত্তর দেয়ার অভিযোগে লালমনিরহাট মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার চাপারহাট গ্রামের উম্মে কুলসুম কে ১ মাসের জেল দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

জানা গেছে, গতকাল দুপুরে লালমনিরহাট জেলা শহরের স্টেশন রোডের নোয়েল গেস্ট হাউজ থেকে গোপন সংবাদ ও তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থী সাজিয়া বেগম, তপন কুমার রায়, ফাল্গুন নাহার, সিরাতুন জান্নাতি, সাবরিন আফরোজ ও লিপি রায় এবং লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে আলমগীর হোসেন ও লালমনিরহাট নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ৮ পরীক্ষার্থীকে ডিবি পুলিশ আটক করে লালমনিরহাট সদর থানায় সোপর্দ করে। নোয়েল গেস্ট হাউস থেকে ডিবি পুলিশ আরও যাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে তারা হলেন, কাজী আসাদুজ্জামান, নাজমুল হোসাইন, আসাদুজ্জামান আসাদ, শাহিদুল হোসেন, সাফিউল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আতিকুল হাসান, মোহন রহমান, আকতারুল ইসলাম, রাসেল ইসলাম, জুলফিকার আলী, অনুপ কুমার রায়, আবদুল মালেক, পরেশ প্রধান ৫৫, সাইফুল ইসলাম (২) এবং কাদের এলাহী নেওয়াজ।

এ ব্যাপারে আটক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী লালমনিরহাটের ডিবি পুলিশ পরিদর্শক প্রবীণ কুমার দাস বলেন, ৮ পরীক্ষার্থীসহ আটককৃত ৩২ জনকে মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর ফাঁসের অভিযোগে থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, লালমনিরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে আটককৃত পরীক্ষার্থী কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার ইউনিয়নের বৈরাতী গ্রামের ফজলুর রহমানের পুত্র আলমগীর হোসেন হচ্ছে এ চক্রের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের অন্যতম। লালমনিরহাট সদর থানার ওসি মাহফুজুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এ চক্রের সঙ্গে আর কারা কীভাবে জড়িত তা বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আনা হবে।

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক মো. হাবিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি সরাসরি বলা যাবে না, কারণ কোন জেলায় কোন সেট দেয়া হবে তা ঢাকা থেকে পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা আগে লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করে জানিয়ে দেয়া হয়। তবে যারা বিভিন্ন অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের বিষয়ে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার, টিএম মোজাহিদুল ইসলাম সংবাদ প্রতিনিধিকে জানান, এই চক্রের গুরুত্বপূর্ণ হোতাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। যেকোন মুহূর্তে এরা গ্রেফতার হতে পারে।

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার চারটি হাতে লেখা উত্তরপত্রসহ এক দালাল ও ছয় শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতদের মধ্যে দুইজনকে সাজা দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে তাদের সাতক্ষীরা শহরের কাটিয়া এলাকার শ্রী তপন দত্তের বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পোড়াকাটলা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় ঘরামীর ছেলে সঞ্জীব ঘরামী (২৫), একই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে আবু সাঈদ মুন্সি (২৯), বুড়িগোয়ালিনী গ্রামের ভরত চন্দ্র জোয়ারদারের ছেলে দালাল নিশিকান্ত জোয়ারদার (৩২), কলবাড়ি গ্রামের সুভাষ মণ্ডলের ছেলে বিশ্বনাথ মণ্ডল (৩০), কৃষ্ণপদ মৃধার মেয়ে রাধা রানী মৃধা (২৩), তার বোন মনমোহিনী মৃধা (২১), কালীগঞ্জ সদরের আবদুল মান্নান সরদারের ছেলে আবদুল্লাহ আল মামুন (২৯)।

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) ফিল্ড অফিসার জানান, শহরতলীর কাটিয়া কালী মন্দিরের উত্তর পাশে সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলের সাবেক কর্মকর্তা তপন দত্তের বাড়িতে একটি দালাল চক্র সৈনিক লীগ নেতা এস সুশান্তের ভাড়া বাসায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পত্র ফাঁস করে পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে মর্মে তিনি খবর পান। বিষয়টি থানা পুলিশকে জানানো হলে শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ ওই বাসা থেকে একজন দালাল ও ছয়জন শিক্ষার্থীকে আটক করে। এ সময় তাদের কাছে প্রশ্নের উত্তরপত্রের আদলে চারটি হাতে লেখা কপি উদ্ধার করা হয়। আটককৃত দালাল নিশিকান্ত জোয়ারদারের হাতে তারা প্রতিটি প্রশ্নপত্রের বিপরীতে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দেয় বলে জানায়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার জন্য আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি ইনামুল হক জানান, শুক্রবার দুপুর আড়াইটা থেকে সাতক্ষীরার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। পরীক্ষা শুরুর আগে প্রশ্নের উত্তরপত্রসহ সাতজনকে আটক করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ইতিপূর্বে সাতক্ষীরাসহ ১৭টি জেলার পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

আটককৃতদের মধ্যে বিশ্বনাথ মণ্ডল (৩২) ও নিশিকান্ত জোয়ারদার (৩২) নামে দুই ব্যক্তিকে দুই বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খন্দকার মো. রিজাউল করিম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাদের এ সাজা দেন। সাতক্ষীরার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম জানান, পরীক্ষার ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দেখে উত্তরপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। সেক্ষেত্রে উত্তরপত্র মূল প্রশ্নের সঙ্গে মিলে গেলে সবাইকে শাস্তি পেতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বাতিল করা হয়।